মাকালু অভিযান

দেবাশিস বিশ্বাস

মাকালু বা মহাকাল (৮,৪৬২ মিঃ/ ২৭,৭৫৬ ফুট) পৃথিবীর পঞ্চম উচ্চতম শৃঙ্গ । পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্ট থেকে সোজাসুজি দূরত্ব ১৯ কিমিঃ।

২০১০ এর এভারেস্ট অভিযান থেকে আমার এজেন্সি ছিল লোবেন এক্সপিডিসন্স। গতবার ধৌলাগিরি অভিযানের সময় আমরা বিপদে পড়ি, ৭২৫০ মিটার উচ্চতার কাছ থেকে বসন্ত দা কে হেলিকপ্টারে উদ্ধার করে আনতে হয়। সেই উদ্ধারকার্যের টাকা নিয়ে লোবেন আমাদের প্রায় Blackmail করা শুরু করে। তাতেই আমাদের এতদিনের মধুর সম্পর্কে চিড় ধরে। তাই এবারের মাকালু অভিযানের জন্য আমি যোগাযোগ করি কাঠমান্ডুর বিখ্যাত এজেন্সি সেভেন সামিট ট্রেক এর সাথে। সেভেন সামিট ট্রেক এর কর্ণধার বিখ্যাত মিংমা শেরপা। মাকালু অভিযানের জন্য আমি লোবেন আর মিংমা – দুজনের কাছ থেকেই কোটেশন নিই। মিংমা অনেক কম টাকায় আমায় নিয়ে যেতে রাজি হয়। তাই এবার মাকালু অভিযানের জন্য আমি গাঁটছড়া বাঁধি সেভেন সামিট ট্রেক এর সাথে।

যাত্রা শুরু ১১ ই এপ্রিল, ২০১৪, শুক্রবার, কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকে । দার্জিলিং মেল রাত দশটায় । আমায় বিদায় জানাতে সেদিন স্টেশনে হাজির অসংখ্য বন্ধু, ক্লাব সদস্য, শুভানুধ্যায়ী ।

পরদিন সকালে পৌঁছলাম শিলিগুড়ি । সেখানে আমার অপেক্ষায় ছিল HNAF এর অগুন্তি সদস্য। ওদের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে সেখান থেকে গাড়ীতে নেপাল বর্ডার কাকরভিটা । সেখানেই অপেক্ষায় ছিল শেরপা বন্ধু পেম্বা । দুজনে গাড়ি ভাড়া করে ইটাহারি হয়ে সেদিন পৌঁছলাম ধারান (DHARAN) । সেখানেই রাত্রিবাস । পরদিন প্রথমে গাড়িতে হিলে (HILLE) । সেখানে গাড়ি পাল্টে অরুনকোশীর পাশ দিয়ে রাস্তা ধরে টুমলিংটার (TUMLINGTAR) হয়ে পৌঁছলাম খাঁদবাড়ি (KHANDBARI) । পরদিনও খাঁদবাড়িতেই থাকা ।

১৫ তারিখ গাড়িতেই পৌঁছলাম নুম । গাড়ির রাস্তা এখানেই শেষ । ১৬ তারিখ নুমেই বিশ্রাম । এখান থেকেই হাঁটা পথের শুরু। ট্রেকিং । তবে আমাদের হাটা পথে যেতে হল না । ১৬ তারিখ বিকালেই নুমে এসে গেল হেলিকপ্টার । ঐ দিনই পৌছাল বিদেশীদের একটা দল ।

পরদিন ঐ বিদেশীদের সাথে হেলিকপ্টার পৌঁছে দিল ইয়াংলে খড়কায় (3,540 Mt) । নুমেই অরুন নদী (অরুন কোশী) ছেড়ে দিয়েছি আমরা । ইয়াংলে খড়কার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে অরুন কোশীর এক উপনদী বরুন কোশী । ইয়াংলে খড়কায় পৌঁছে সেদিনই কিছুটা উপরে উঠে গেলাম । হেলিকপ্টার অনেকটাই উঁচুতে তুলে দিয়েছে । ইয়াংলে খড়কা প্রায় বারো হাজার ফুটের কাছাকাছি । তাই চলাফেরা করে এই পরিবেশের সাথে শরীরটাকে একটু খাপ খাইয়ে নেওয়া ।

পরদিন শুক্রবার, ১৮ ই এপ্রিল । সকাল সাতটা নাগাদ প্রাতঃরাশ সেরে হাঁটা শুরু । মাকালু অভিযান শুরু হয়ে গেল । শুরু হল ট্রেকিং । বরুন নদীর বাঁ পাশ ধরে হাঁটা । প্রথমেই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ । পুরো পথটারই ডানপাশ বরাবর কালো পাথুরে ঢাল । এই ঢালই নেমে এসেছে মাকালু থেকে । এই ঢালের পিছনে থাকার জন্য এখান থেকে মাকালু দেখা সম্ভব নয়। পথেই জঙ্গলের মাঝে বিভিন্ন রঙের পাখীর দেখা । শোনা যাচ্ছে তাদের কিচিরমিচির আওয়াজ ।

উচ্চতা বাড়ছে। তাই ধীরে ধীরে জঙ্গল হালকা হয়ে এলো । সামনেই বরুণ কোশীর অন্য পাড়ে দাঁড়িয়ে দুটো কালো বড় পাহাড় । একদম পাশাপাশি । এখনকার লোকের বিশ্বাস বাঁ পাশের পাহাড়টা শিব আর তাঁর ডানপাশে গর্ভবতী পার্বতী । ভগবান শিব যেন তাঁর বা হাত পার্বতীর কাধের উপর রেখেছে। শিব-পার্বতী বা হরগৌরীর রূপ। পুরো এলাকাটাই ভগবান শিবের । মাকালু নামটা এসেছে হয়তো মহাকাল বা বিশাল কালো শৃঙ্গ থেকে । চলার পাথে সামনে তাকালেই চোখে পড়ছে বরুন□সে পর্বত ।

আরও এগিয়ে দেখতে পেলাম ডানদিকের বিরাট খাড়া কালো পাথরের দেওয়ালে এক গর্ত । সেখান থেকে ঝরনার ধারায় জল বেরিয়ে আসছে। এলাকাবাসীর বিশ্বাস ওটাও ভগবান শিবের কাণ্ড । এখানকার অধিবাসীদের পানীয় জলের কষ্টের কথা শুনে শিব মহারাজ হাতের আংটা দিয়ে ঐ দেওয়ালে গর্ত করে এই ঝরনা সৃষ্টি করে সেই সমস্যা মেটান । এই জলের নাকি কোন উ□স নেই ।

ঘন্টা চারেক হেঁটে পৌছালাম লাংমালে । একটাই দোকান কাম হোটেল, দুই বুড়োবুড়ি চালায় । সেখানেই চা খেয়ে ফের রওনা । এরপর হালকা হালকা ঢাল বরাবর উঠে যাওয়া । চলার পাথে সব সময়েই বাঁ হাতে বরুন কোশী নদী।

এ পথেই এগিয়ে চলা । মাঝে মাঝে পাথরের উপরেই বসে বিশ্রাম । সেই পথেই এগিয়ে যাওয়ার সময় ডানদিকের ঢালের পিছন থেকে উঁকি দিল আমাদের অভীষ্ট মাকালু । এই অভিযানে প্রথম দেখা গেল মাকালুকে ।

বেস ক্যাম্পের আগেই পথ ঢাল বেয়ে নীচের দিকে । এরপর সমতল ময়দান । তারপরে বরুন কোশী পার হয়ে পৌছালাম বেসক্যাম্পে বা মূল শিবিরে । বেসক্যাম্পের উচ্চতা ৪৮০০ মিঃ ।

১৯ শে এপ্রিল – আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য অগ্রবর্তী মূল শিবির বা অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প (ABC) – এর দিকে কিছুটা উঠে গেলাম । দুপুরের খাবারের আগে অবশ্য নেমে এলাম মূল শিবিরে ।

২১ শে এপ্রিল – রওনা দিলাম ABC এর পথে । ছোট বড় পাথরের মোরেন এলাকার মাঝ দিয়ে পথ । ডান হাতে নীচে বরুন কোশী । মাকালুকে ডান হাতে রেখে ক্রমাগতই চলা । মাকালুকে ডান পাশে রেখে প্রথমে উত্তর-পশ্চিম দিক ও পরে ক্রমশই উত্তর দিকে বেঁকে যাবে পথ ।

খুব কষ্টকর চলা । আলগা পাথর, তার নীচে জমাট বরফ। তাই খুব সাবধানে পাথরের উপর পা ফেলে ফেলে চলা । প্রতি পদক্ষেপেই পা পিছলে যাওয়ার ভয় ।

মূল শিবিরের পর বরুন কোশী আমাদের ডান হাতে । ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে পড়ছে তার চেহারা ।

পথেই পড়ছে কিছু Glacial Pool । পাথর-বরফের মাঝে গলা জল জমে ছোট ছোট পুকুরের মতন, জলাশয় । অবশ্য এখন সব জমে কঠিন বরফ । সেই কঠিন বরফের উপর দিয়েই চলা ।

একটানা কষ্টকর চলা। তারপর পথ ডানদিকে ঘুরে গেছে । আলগা পাথরের মাঝ দিয়ে খাড়া উঠে পৌছালাম ABC (৫৮০০ মিটার) । তখন বিকাল । সেখানে তখন অনেক দল । লাগান হয়েছে অনেক রঙ বেরঙ্গের তাঁবু । আমাদের এজেন্সি Seven Summit Trek । তাঁদের বেশ বড় দল, তাই ছোট বড় অসংখ্য তাঁবু লাগান হয়েছে । আছে মেস্বারদের তাঁবু, ডাইনিং টেন্ট, কিচেন টেন্ট, টয়লেট টেন্ট । তাঁবুগুলোর মাঝে এক বিশাল কালো পাথরের উপর পরপর পাথর সাজিয়ে মন্দির বা চোরতেন বানানো হয়েছে । সেখানে আজই হয়েছে পুজো । তার উপর থেকে চারপাশে টানানো হয়েছে প্রেয়ার ফ্ল্যাগ (Prayer Flag) ।

অন্যান্য সদস্যরা কয়েকদিন আগেই ABC পৌঁছে গেছে । পরদিন ২২ শে তাঁরা এপ্রিল এগিয়ে গেল Camp-I এর দিকে । আমি সবে গতকালই এসে পৌঁছেছি ABC । তাই আজ এখানেই থাকবো । তবে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে খালি হাতে এগিয়ে চললাম ঐ আরোহীদের সাথে । আমি যাব কিছুটা উঁচুতে Crampon Point পর্যন্ত । পাথরের বোল্ডারের পথ । দুপাশে ছোট বড় অসংখ্য বরফের Ice Tower । পাথুরে পথ যেখানে শেষ সেখানেই বরফের ঢাল শুরু । সেই পর্যন্ত ট্রেকিং এর জুতো পরে যাওয়া যায় । ওখান থেকে Mountaineering Shoe পরে নিতে হয় । লাগিয়ে নিতে জুতোর তলার ক্র্যাম্পন- শক্ত স্টীলের কাঁটা । তাই এই জায়গার নাম Crampon Point । সেদিন ঐ পর্যন্ত উঠে নেমে এলাম ।

২৪ শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার – সকাল সোয়া আটটার সময় বের হলাম ক্যাম্প ওয়ান এর উদ্দেশ্যে । পথ উত্তর দিক বরাবর । পূর্বদিকে মাকালুকে রেখে চলা । পাথুরে এলাকা বরাবর রাস্তা । দেড় ঘন্টায় পৌঁছে গেলাম Crampon Point এ । এখানে তিনটে তাঁবু পাশাপাশি টানানো । সেখানে আমাদের Trekking Shoe খুলে রেখে Mountaineering Boot পড়ে নিলাম । তাতে লাগিয়ে নিলাম Crampon । এরপর শুরু হয়ে গেল বরফের ঢাল । ক্র্যাম্পনের সাহায্যে তার উপর দিয়ে চলা । বেশ লম্বা ঢাল । সেটা পার হতে অনেকটা সময় লাগল । ঢালের শেষে সমতল মতন জায়গা । পাশাপাশি অন্য কোন দলের তাঁবু পড়েছে সেখানে । কিন্তু আমরা এখানে থাকব না, আমাদের ক্যাম্প ওয়ান আরও অনেক উপরে, তাই এগিয়ে চললাম ।

এরপর এক খাড়া বরফের ঢাল । আগেই দড়ি লাগান হয়েছে সেই ঢালে । সেই দড়িতে জুমার লাগিয়ে আর পায়ের ক্র্যাম্পন সেই বরফের ঢালে মেরে মেরে উঠে চলা । ঢালের উপর উঠে এরপর পথ ডানহাতে পূর্বদিকে ঘুরে গেছে । হালকা হালকা বরফের ঢালের চড়াই বরাবর পথ ।

বেলা দুটো নাগাদ পৌছালাম ক্যাম্প ওয়ান এ, উচ্চতা ৬৪০০ মিটার । ওখানে লাগানো হলো তাঁবু । সেদিন সেখানেই রাত্রিবাস ।

পরদিন ২৫ শে এপ্রিল, উঠে যেতে হবে ক্যাম্প টু তে । ক্যাম্প ওয়ান থেকে ক্যাম্প টু অল্পই পথ, মাত্রই দেড়-দু ঘন্টার পথ । তাই রওনা দিলাম একটু দেরী করে, সকাল দশটা নাগাদ । ক্যাম্প ওয়ান এর পূর্বদিকে মাকালুর ঢাল । তাই ক্যাম্প ওয়ান এ সকালে সূর্যোদয় একটু দেরীতে হয়, প্রায় সাড়ে আটটায়।

ক্যাম্প ওয়ান এর পর বরফের হালকা ঢালের মধ্য দিয়ে পথ । তারপর এক ভঙ্গুর বরফের ঢালের পাশ দিয়ে চলা । ডানপাশে বরফের দেওয়াল । বাঁ পাশে খাড়া ঢাল নিচে নেমে গেছে । দড়ি আগেই লাগানো হয়েছে । সেই দড়িতে জুমার লাগিয়ে চলা । এরপর ফের খাড়া ঢাল । মাঝে মাঝেই কয়েকটা ক্রিভার্স । পথ চেনানোর জন্য অল্প পরে পরেই Marking Flag লাগানো । সেই নিশানা বরাবর ঘন্টা দুয়েকে আমরা পৌছালাম ক্যাম্প টু, উচ্চতা ৬৬০০ মিটার ।

পাশাপাশি অনেক তাঁবু পড়েছে । পূর্বদিকে মাকালুর বিশাল ঢাল । আর পিছনে পশ্চিমদিকে তাকালে এক পাথুরে গিরিশিখার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে আরো দুই দৈত্যকার শৃঙ্গ – এভারেষ্ট আর চতুর্থ উচ্চতম শৃঙ্গ লো□সে ।

পরদিন ২৬ এপ্রিল । ক্যাম্প টু তে বিশ্রাম । তাঁবুর আউটারের ভিতর চলছে খাবার বানানোর তোড়জোড়।

পূর্বদিকে মাকালু । মাকালু থেকে একটা গিরিশিরা উত্তরদিকে নেমে গিয়েছে । সেই গিরিশিরাই উত্তর থেকে ফের বেঁকে পশ্চিমদিকে গিয়ে আরো বেঁকে দক্ষিন পশ্চিমে নেমে গেছে। পশ্চিমদিকে এই পাথুরে গিরিশিরারই উপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে এভারেষ্ট আর লো□সেকে।

দক্ষিন-পশ্চিমে দেখা যাচ্ছে বরুন□সে । তার পাশে আরো কিছু শৃঙ্গ । এখান থেকে ক্যাম্প টু যাবার রাস্তা বেশ খানিকটা দেখা যায় ।

২৭ তারিখ সকালে তৈরী হয়ে দশটা নাগাদ নামতে শুরু করলাম । পথে দেখা কিছু বিদেশী আরোহীদের সাথে । তাঁরা উপরের দিকে যাচ্ছে । তাঁদের বিদায় জানিয়ে ফের নামা । আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম ক্যাম্প ওয়ান এ ।

ক্যাম্প ওয়ান এ অল্প কিছু টুকটাক খেয়ে নামা ফের শুরু । এরপর বরফের ঢাল, ক্র্যাম্পন পয়েন্ট পার হয়ে নেমে এলাম ABC তে । ঘড়িতে তখন সাড়ে বারোটা । এর মধ্যে আরো কিছু দল ABC পৌঁছে গেছে । তাঁদের লাগানো তাঁবুতে এলাকা এখন আরো জমজমাট ।

এরপর বেশ কিছুদিন ABC তেই বিশ্রাম । অন্যান্য আরোহীরা আলাদা আলাদাভাবে উপরে উঠে যাচ্ছে । শরীরটাকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য ক্যাম্প ওয়ান আর ক্যাম্প টু থেকে ঘুরে নেমে আসছে । শেরপারা ছোট ছোট দলে উপরে যাচ্ছে অক্সিজেন, খাবার, তাঁবু, রান্নার গ্যাস রেখে আসার জন্য । এছাড়াও উপরের রাস্তা তৈরীর জন্যও ওরা উঠে যাচ্ছে । উপরের শিবিরগুলোতে সদস্যদের জন্য তাঁবু গুছিয়ে রাখাও ওঁদের দায়িত্ব ।

ABC তে অনেক আরোহী, শেরপা ও অন্যান্য সদস্য । অফুরন্ত সময় । সময় কাটানোর জন্য তাঁবুর মধ্যেই জমে উঠছে বিভিন্ন রকমের খেলা, গুলতানি, জমিয়ে আড্ডা । চলছে ভালোমন্দ রান্না করে খাওয়া । অনেক আরোহী তাই, খাবারের লোভে ABC তে হাজির হয়েছে অসংখ্য পাখী ।

আবহাওয়াও তাঁর বিভিন্ন রূপে দেখা দিচ্ছে । কোনদিন রৌদ্রজ্জ্বল তো কোনদিন মেঘলা ।

১ লা মে তে সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল তুষারপাত । তা চললো সারা দিন । চারপাশ ঢেকে গেল তুষারের সাদা চাদরে । বিকালে উপর থেকে আমেরিকান এক আরোহী Walkie Talkie তে খবর দিল- আমাদের সেভেন সামিট দলের এক সদস্য ইয়ান্নিক (Yannik) খুব অসুস্থ । ইয়ান্নিক ফ্রান্সের লোক । ও শেরপা ও অক্সিজেন ছাড়া মাকালু আরোহন করার চেষ্টা করছে । সেইমতো একা একাই উঠে গেছে উপরে । উপরেই ওঁর High Altitude Sickness হয়ে গেছে ।

পরদিন সকালেই শেরপাদের একটা বড়সড় দল উঠে গেল উপরে । ইয়ান্নিককে যত দ্রুত সম্ভব নামিয়ে আনতে হবে । না হলে বাঁচানো যাবে না । সারাদিন সেই খবরেই ব্যস্ত থাকল ABC । ওরা কতদূর পৌছালো, কখন দেখা পেল ওঁর, কখন কতটা নামালো ইত্যাদি, ইত্যাদি । ABC – এর সবাই তৈরী থাকল, ওকে নামালে তার শুশ্রূষার জন্য । কিন্তু সন্ধ্যায় খবর এল, নামানোর সময় মারা গেছে ইয়ান্নিক । Crampon Point এ রেখে দেওয়া হল ওঁর দেহ ।

৪ ঠা মে হেলিকপ্টার এল ওঁর দেহ নিয়ে যেতে । Crampon Point থেকে ওঁর দেহ নিয়ে নেমে গেল কাঠমান্ডু। গত তিনদিনের উ□কন্ঠার অবসান হল ।

এরপর দীর্ঘ প্রতিক্ষা । উপরের আবহাওয়া ভালো হয়ই না । মাকালুর চূড়ার দিকে প্রবল হাওয়া । খবর পাওয়া গেল দক্ষিনে বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগরের বুকে কোথাও একটা সাইক্লোন তৈরী হচ্ছে, আবহাওয়া এই খামখেয়ালী । এরই মাঝে শেরপারা Camp–IV পর্যন্ত রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে । Camp–IV থেকে French Cloudier এর নীচ পর্যন্ত দড়ি লাগিয়ে ফেলেছে । এরই মধ্যে খবর এল ১৭, ১৮, ১৯ উপরের আবহাওয়া ভালো থাকবে । হাওয়া থাবে খুব কম, তুষারপাত সামান্য হবে । সেইমতন আমাদের দলটাকে দুটো ভাগ করে এগোনো হবে । প্রথম দল ১৩ তারিখ রওনা দিয়ে ১৭ তারিখ আরোহনের চেষ্টা করবে আর দ্বিতীয় দল ১৩ তারিখ রওনা দিয়ে ১৮ তারিখ আরোহনের চেষ্টা করবে ।

সেই হিসাবমতন ১৩ তারিখ প্রথম দল রওনা দিল । চরম পরীক্ষা তাই কেউ চোরতেনে পূজো দিয়ে, কেউ হনুমান চল্লিশা পড়ে রওনা দিল ।

পরদিন আমরা রওনা দিলাম । সেদিনই সোজা পৌঁছে গেলাম Camp – II । দেখা মিলে গেল ১৩ তারিখের রওনা দেওয়া আরোহীদের সাথে ।

১৫ তারিখ সকাল সাড়ে পাচটায় উঠে পড়লাম । নিশ্বাসের বাষ্প বরফ হয়ে চারপাশে জমে আছে । কুক খাবার তৈরী করে দিল ।

তৈরী হয়ে এখান থেকেই অক্সিজেন লাগিয়ে নিলাম । সাতটা নাগাদ রওনা দিলাম আমরা । গন্তব্য Camp-III বা মাকালু-লা । পিছনে তাকালেই দেখা যাচ্ছে পাথুরে দেওয়ালের উপর দিয়ে উঁকি মারছে লো□সে আর এভারেষ্ট ।

প্রথমেই একটানা বরফের ঢাল । খাড়া উঠে যেতে হবে । সে পথে চলার সময়েই সূর্য উঁকি মারলেন । পূর্বদিক বরাবর চলা । মাকালু দাঁড়িয়ে পূর্বদিকেই । সূর্য এই খাড়া ঢালের পিছন থেকেই দেখা দেন, তাই এত দেরী । প্রায় পৌনে নটায় মিললো তার ।

এপথে পরপর কয়েকটা ঢাল । প্রথমে শুধু বরফের । তার শেষে খাড়সেখাড়া শক্ত নীল-সবুজ বরফ আর পাথরের ঢাল । সেটা শেষ হলে শুধুই বরফের । তারপর খাড়া পাথুরে ঢাল । মাঝে মাঝে বরফ জমে রয়েছে । আর একদম শেষে বরফের ঢাল । শেষ ঢাল পার হওয়ার সময় আবহাওয়া বেশ খারাপ হয়ে গেল । জোর হাওয়া । আর সেই ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে বরফ । তার মধ্যেই চারটে নাগাদ পৌছালাম মাকালু লা তে Camp – III তে । চারপাশ ঘন মেঘের চাদরে ঢাকা । পাশাপাশি কয়েকটা তাঁবু । আমরা আশ্রয় নিলাম তাঁদের তাঁবুতে । Camp – III এর উষ্চতা ৭৬০০ মিঃ । প্রচন্ড ঠান্ডা । প্রবল হাওয়ার জন্য ঠান্ডার অনুভূতি আরও বেশী । বিকাল থেকেই যে হাওয়া শুরু হল তা চললো পরদিন সকাল পর্যন্ত । ঠান্ডায় নিশ্বাসের ভাপ জমে সারা তাঁবুতে বরফ ।

Camp – III থেকে Camp – IV বেশ কম পথ । বড়জোর ঘন্টা দুয়েক লাগে ।

সূর্য ওঠার পর আবহাওয়া ঠিক হয়ে গেল । হাওয়াও গেল থেমে । দশটা নাগাদ তৈরী হয়ে রওনা দিলাম । মাকালু লা এর পূর্বদিকে দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘা । উত্তরদিকে মাকালুর অপর শৃঙ্গ মাকালু – II বা কাংচুংসে (KANGCHUNGTSE) (৭৬৭৪ মিঃ) । পশ্চিমে এভারেষ্ট আর লো□সে আর দক্ষিন-দক্ষিনপুর্ব দিকে মাকালু ।

Camp – III তে হাওয়া কম হয়ে গেলেও, মাকালুর মাথায় জোর হাওয়া ।

প্রথমেই বরফের ঢাল বরাবর পুর্বদিকে ট্রাভার্স । তারপর পাথরের একটা ঢাল । ঢাল পার হয়ে ফের কঠিন বরফের ময়দান । বেশ পেছল । ময়দানের শেষে Camp – IV । উষ্চতা প্রায় ৭৮০০ মিঃ । ঘন্টা দুয়েকে পৌঁছে গেলাম Camp – IV । পাথরের এলাকায় শেরপারা তাঁবু লাগাল । পাশেই বরফের উপর অন্য দলের তাঁবু পড়েছে ।

Camp – IV থেকে মাকালু শৃঙ্গের দিকের পথ দেখা যাচ্ছে । প্রথমে দক্ষিন পুর্ব দিক বরাবর বরফের ঢাল বরাবর ওঠা । তারপর পথ ক্রমশই বেঁকে পূর্ব দিকে ঘুরে যাবে । বরফের ঢাল বরাবর এগিয়ে পৌঁছাতে হবে কালো পাথুরে দেওয়ালের মাঝে French Collouire এর গোড়ায় । ABC থেকে জেনে আসা খবর অনুযায়ী ওই French Collouire এর গোড়া পর্যন্ত দড়ি লাগানো আছে । আর জানা আছে ঐ Collouire (কুলোয়ার) এ ২০০ মিঃ মতন দড়ি লাগবে । আর কুলোয়ারের পর আরো প্রায় ১৫০ মিঃ মতন ।

দুপুরের পর শুরু হল প্রবল হাওয়া । হাওয়ার দাপট বিকালের দিকে কিছুটা কমল । সেই হাওয়ার মধ্যেই সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বেড়িয়ে পড়লাম আমরা । *** এখন আমাদের দলে চার জন আরোহী । চারজনই ভারতীয় । দিল্লীর অর্জুন, পুনার আশীষ আর আনন্দ এবং আমি । আর সাথে আটজন শেরপা । হিসাবের ৩৫০ মিটার দড়ি ছাড়াও আরো অতিরিক্ত ৩০০ মিটার দড়ি নিয়ে নিলাম আমরা । হেডটর্চের আলোয় পথ দেখে চলা । এরপর আকাশে চাঁদ উঠল । ১৪ তারিখেই গেছে বুদ্ধ পূর্নিমা তাই আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র ।

বেশিরভাগ জায়গায় কোন দড়ি লাগানো নেই । Ice Axe এর সাহায্যে সন্তর্পনে পথ চলা । মাঝে মাঝে চলার পথেই শেরপারা দড়ি লাগাচ্ছে । সে সময় এক জায়গায় বসে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। তাই চলতে সময় লাগল বেশী । পথ প্রথমে গেছে দক্ষিণ পূর্বে । অনেকটা উঠে ধীরে ধীরে বেঁকে গেলাম পূর্বদিক বরাবর ।

ধীরে ধীরে আকাশে আলোর আভাষ । দিকচক্রকালে লালচে রঙ । এরপর সূর্যোদয় হল । চারপাশের শৃঙ্গ রাঙ্গিয়ে দিচ্ছে সূর্যালোক । আমরা পৌঁছে গেলাম কুলোয়ারের গোড়ায় । এরপর চলল কুলোয়ারে দড়ি লাগানোর কাজ । দড়ি লাগানোর পর এক এক করে উঠে যাওয়া ।

এপথে পরপর কয়েকটা ঢাল।

প্রথমে শুধু বরফের। তার শেষে খাড়া শক্ত নিল-সবুজ বরফ আর পাথরের ঢাল। সেটা শেষ হলে ফের শুধুই বরফের। তারপর খাড়া পাথুরে ঢাল, মাঝে মাঝে বরফ জমে রয়েছে। আর একদম শেষে বরফের ঢাল।

শেষ ঢাল পার হবার সময় আবহাওয়া বেশ খারাপ হয়ে গেল। জোর হাওয়া, আর সেই ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে বরফ। তার মধ্যেই চারটে নাগাদ পৌঁছলাম মাকালু-লা তে Camp-III তে। চারপাশ ঘন মেঘের চাদরে ঢাকা। পাশাপাশি কয়েকটা তাঁবু। আমরা আশ্রয় নিলাম আমাদের তাবুতে। Camp- III এর উষ্চতা ৭৬০০মি।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। প্রবল হাওয়ার জন্য ঠাণ্ডার অনুভুতি আরো বেশি। বিকাল থেকেই যে হাওয়া শুরু হল তা চলল পরদিন সকাল প্রজন্ত। ঠাণ্ডায় নিঃশ্বাসের ভাপ জমে সারা তাবুতে বরফ।

Camp- III থেকে Camp- IV বেশ কম পথ। বড়জোর ঘন্টা দুয়েক লাগে।

Camp-IV থেকে মাকালু শৃঙ্গের দিকের পথ পুরটাই দেখা যায়। প্রথমে দক্ষিণ পূর্ব দিক বরাবর বরফের ঢাল দিয়ে ওঠা। তারপর পথ ক্রমশই বেকে পূর্বদিক ঘুরে যাবে। বরফের ঢাল বরাবর এগিয়ে পৌছতে হবে কালো পাথুরে দেওয়ালের মাঝে French কুলোঁয়ার এর গোড়ায়। ABC থেকে জেনে আসা খবর অনুযায়ী ওই ফ্রেঞ্চ কুলোঁয়ার এর গোড়া পর্যন্ত দড়ি লাগানো আছে। আর জানা আছে ঐ Collouire (কুলোঁয়ার) –এ ২০০ মিটার মতো দড়ি লাগবে, আর কুলোঁয়ারের পর আরও প্রায় ১৫০ মিটার মতো।

দুপুরের পর শুরু হল প্রবল হাওয়া। সেই হাওয়ার দাপট বিকালের দিকে কিছুতা কমল। সেই হাওয়ার মধ্যেই সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

এখন আমাদের দলে চারজন আরোহী, চারজনই ভারতীয়। দিল্লীর অর্জুন, পুনার আশীষ ও আনন্দ আর আমি । আমাদের চারজনের সাথে আটজন শেরপা। হিসাবের ৩৫০ মিটার দড়ি ছাড়াও আরও অতিরিক্ত ৩০০ মি দড়ি নিয়ে নিলাম আমরা।

হেডটর্চের আলোয় পথ দেখে চলা। এরপর আকাশে চাঁদ উঠল। ১৪ তারিখেই ছিল বুদ্ধ পুর্নিমা, তাই আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র।

বেশিরভাগ জায়গায় কোন দড়ি লাগানো নেই। Ice Axe –এর সাহায্যে সন্তর্পণে চলা। মাঝে মাঝে চলার পথেই শেরপারা দড়ি লাগাচ্ছে। সেসময় এক জায়গায় বসে অপেক্ষা। তাই চলতে সময় লাগল বেশি।

পথ প্রথমে দক্ষিণ পূর্বে। অনেকটা উঠে ধীরে ধীরে বেঁকে গেলাম পূর্বদিক বরাবর।

ধীরে ধীরে আকাশে আলোর আভাষ। দিকচক্রবালে লাগল লালচে রং।

এরপর সূর্যোদয় হল। চারপাশের শৃঙ্গকে রাঙিয়ে দিচ্ছে সুর্যালোক। সকাল সাতটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম কুলোঁয়ারের গোড়ায়।

এরপর চলল কুলোঁয়ারে দড়ি লাগানোর কাজ। দড়ি লাগানোর পর এক এক করে উঠে যাওয়া। কুলোঁয়ারের উপরে উঠতে প্রায় সাড়ে আটটা বেজে গেলো। এরপর আরও বেশ খানিকটা ঊঠে এলাম আমরা।

সাড়ে নটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম প্রায় ৮৩৫০ মিটার মতন ঊচ্চতায়। পশ্চিমে তাকালেই চোখে পড়ছে এভারেস্ট আর লো□সে, উত্তরে কাঙ্গচুংসে, তবে কাঙ্গচুংসে এখন বেশ খানিকটা নিচে। তার উপর দিয়ে তিব্বতের অন্যান্য শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। পূর্বদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এখন মাকালুর পাথুরে ঢালের পিছনে।

পুরোটাই পাথুরে এলাকা। একটা পাথরের উপর বসে ছবি তুলছিলাম। অন্যান্যরাও আশে পাশেই আলাদা আলাদা পাথরের উপর বসে। বেশ কিছুক্ষন কেটে গেল সেখানেই। প্রথমে ভেবেছিলাম শেরপারা উপরে দড়ি লাগাচ্ছে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, ওঁরাও আমাদের পাশেই বসে। বিরক্ত হয়ে পেম্বাকে কারন জিজ্ঞাসা করলাম। পেম্বা জানালো এখান থেকে আর উপরে যাওয়া যাবে না, দড়ি শেষ।

মানে! আমরা তো হিসাবের থেকেও অনেক বেশি দড়ি নিয়ে বের হয়েছি। তাহলে? শেরপারা বলল, নিচেই অনেক জায়গায় দড়ি লাগাতে হয়েছে, যেসব জায়গায় দড়ি লাগানর কথা আগে ছিল না, তাই দড়ি কম পড়ে গেছে। এখনও হাতে কিছু দড়ি আছে, তবে আরও প্রায় ১৫০ মি দড়ি না হলে শৃঙ্গে পৌছাতে পারব না।

আমি বললাম Rope up হয়ে এগোতে। কোমরে পনেরো- বিশ ফুট পরপর দড়ি বেঁধে এগোনোকেই বলে Rope up হয়ে চলা। শেরপারা সায় দিল এই প্রস্তাবে। কিন্তু অন্য তিনজন সদস্য এই প্রস্তাবে রাজী হল না। ওঁরা জানালো এই বিপজ্জনক পথে ওভাবে চললে বিপদ হবার আশংকা, ঐ ঝুঁকি নাকি নেওয়া ঠিক হবে না। খুব বিরক্ত হলাম, ঝুঁকি নিতেই, বিপদের মুখোমুখি হতেই তো পাহাড়ে আসা, না হলে তো কলকাতাতেই বসে থাকতে পারতাম। কিন্তু এখানে ওসব ভেবে লাভ নেই, আমি একা তো আর ও ভাবে এগোতে পারব না। আমার সাথে তো মাত্র দুই জনই শেরপা, ওঁরা বা ওদের শেরপারা না গেলে, আমরা মাত্র তিনজন Rope up হয়ে এগোন একদমই যুক্তিযুক্ত হবে না।

আগত্যা প্রস্তাব দিলাম নিচ থেকে দড়ি খুলে নিয়ে উপরে লাগাতে। কিন্তু আমাদের নিচের অংশই সেই কুলোঁয়ার। ওখান থেকে দড়ি খুললে, পরে এই পথে নামা অসম্ভব হয়ে পরবে। তাই শেরপারা এই প্রস্তাবে রাজী হল না।

প্রায় ঘন্টা খানেক ওখানে বসে অনেক আলোচনার পরও যখন কোন সমাধান সূত্র বের হল না, হতাশ মনে আমরা সেখান থেকেই নামতে শুরু করলাম। যদিও ঐ উচ্চতা থেকে ফিরে আস্তে মন চায় না। আর হয়তো মাত্রই শ খানেক মিটার উঁচুই হত শৃঙ্গ, হয়তো আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছে যেতাম সেই চরম লক্ষ্যে।

সেদিন নেমে এলাম Camp-IV। পরদিন সকাল সাড়ে সাতটায় নিচের দিকে নামতে শুরু করলাম। নটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম তৃতীয় শিবির বা Camp-III। সেখানে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিলাম। ফের নামা। বারোটা নাগাদ পৌছোলাম Camp-II বা দ্বিতীয় শিবির। সেখানে সব কিছু গুছিয়ে Camp-I হয়ে ABC পৌছলাম বেলা ৩টে নাগাদ।

পরদিন ১৯ শে মে। সোমবার। ওয়াকি টকিতে খবর এল আমাদের পরে যারা উপরে গিয়েছিল, তাদের সবাই ১৮ই আর ১৯ শের সকালে শৃঙ্গারোহন করেছে।

ওঁরা আমাদের কথা শুনেই সেই অতিরিক্ত ১৫০ মিটার দড়ি নিয়ে গিয়ে আরোহণ করে ফেলেছে এই দুর্গম শৃঙ্গ মাকালু। শুনে মন আরও খারাপ হয়ে গেল। এই কৃতিত্ব তো আমাদেরই প্রথম পাওনা ছিল।

আজকের পর থেকে তো উপরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাবে। ফের উপরের আবহাওয়া ঠিক হবে ২৮শে আর ২৫ শে মে। হাওয়া থাকবে কম।

সিদ্ধান্ত নিলাম, ২৫ তারিখে ফের আর একবার আরোহণের চেষ্টা করব। পেম্বাকে ডাকলাম তাঁবুতে। জানালাম আমার সিদ্ধান্ত। ও প্রথমে নিমরাজি হল, কিন্তু আমার জেদ দেখে, শেষে রাজি হল যেতে।

এখন উপরে যাবার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছানোর পালা। লাগবে অক্সিজেন সিলিন্ডার, রান্নার গ্যাস আর উপরের খাবার দাবার। এদের মধ্যে সবচেয়ে জরুরী অক্সিজেন সিলিন্ডার। তাই প্রথমেই পেম্বাকে বললাম আমাদের তিন জনের জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার যোগার করতে।

এটা কাঠমান্ডু নয়, যে চাইলেই ইচ্ছা মতন অক্সিজেন সিলিন্ডার যোগাড় করা যাবে। তাও আমাদের দরকার এক – দুটো না, লাগবে প্রায় ষাট – আঁটটা। তাই এখন প্রয়োজনীয় অক্সিজেন সিলিন্ডার যোগাড় করাই সবচেয়ে বড় চিন্তার। তবে তা যোগাড় হবার আশা আছে, এবার মাকালু আরোহীর সংখ্যা বেশ বেশি। তাদের অনেকেই এখনো অপেক্ষা করে আছে ২৫ তারিখের জন্য। আর আমি খেয়াল করে দেখেছি, তাদের মধ্যে কিছু আছে, যারা মনে হচ্ছে বেশ দুর্বল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের মধ্যে দু এক জন মানসিক ভাবে আরোহণের ব্যপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমি নিশ্চিত, ওঁরা আরোহণ করতে যাবে না, আর গেলেও মাকালু আরোহণ করতে পারবে না। এছাড়াও, কয়েকজন আরোহী ইতিমধ্যেই অভিযান বাতিল করে ফিরেও গেছে। তাদের সিলিন্ডারও এখানে থাকার কথা।

পেম্বাকে বললাম ঐসব অক্সিজেন সিলিন্ডার যোগার করতে।

সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ২২ তারিখ সকাল সাড়ে আঁটটায়। সেদিনই Camp-I হয়ে Camp-II পৌঁছে গেলাম। বিকালে পেম্বা ওয়াকি টকিতে এবিসি তে জানিয়ে দিল তাদের পৌঁছানোর সংবাদ। তখনই পেলাম কাঞ্চনজঙ্ঘার পাশের শৃঙ্গ ইয়ালুং কাং – এ দুর্ঘটনার খবর। আমাদের অতি পরিচিত ছন্দা গায়েন আর তার দুই শেরপা – দাওয়া ও তেম্বা গড়িয়ে পরে গেছে। তারা নিখোঁজ।

পরদিন আমরা উঠে গেলাম মাকালু-লা এর Camp-III –তে। মাকালু-লা পূর্ব-পশ্চিম বরাবর খোলা। এর উত্তর দিকে মাকালু এর অন্য শৃঙ্গ, আর দক্ষিণ-পূর্ব থেকে দক্ষিন হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম পুরোটাই মাকালু এর ঢাল। Camp-III থেকে সামনে পূর্ব দিকে তাকালেই চোখে পড়ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। আর পিছনে পশ্চিম দিকে এভারেস্ট আর লো□সে। সেদিন Camp-III তেই কাটালাম।

পরদিন বিকাল সাড়ে ছটায় রওনা দিলাম Camp-III থেকে। উদ্দেশ্য এখান থেকেই সোজাসুজি শৃঙ্গারোহণের চেষ্টা করার। সাথে আছে পুণার আশিস।

ঘন্টা দুয়েকে পৌঁছে গেলাম এর Camp-IV এলাকায়। না থেমে চলতেই লাগলাম।

সকাল চারটের মধ্যেই উঠে এলাম ফ্রেঞ্চ কুলোঁয়ার-এর উপর। দিকচক্রবালে তখন রোদের ছোঁয়া।

ফ্রেঞ্চ কুলোঁয়ার এর উপর আলগা পাথর- বরফের মধ্য দিয়ে পথ। তারপর বরফের ঢাল। ঢালের শেষে শৃঙ্গের মতন অংশ।

False Summit। এটা মূল শৃঙ্গ নয়।

এরপর সূর্য উঠল, রাঙিয়ে দিল মাকালুর মাথা। পশ্চিমে এভারেস্ট আর লো□সের মাথায় রঙ্গিন টোপর। পূর্বদিকে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

ফের একটা বরফের ঢাল। তারপর মূল শৃঙ্গ।

সাড়ে ছটা নাগাদ উঠে এলাম মাকালুর শীর্ষে। উড়িয়ে দিলাম ভারতের জাতীয় পতাকা। প্রথম অসামরিক ভারতীয় হিসাবে চার চারটে আট হাজারি মিটার শৃঙ্গ জয়ের কৃতিত্ব হল আমার।

মাকালুর শৃঙ্গ একদম ছোট জায়গা। বেশ খাঁড়া। একসাথে দুজন দাঁড়ান যায় না, এতই সংকীর্ণ। বেশীক্ষন দাঁড়ানোও সম্ভব না। একজন একজন করে উঠে ছবি তুললাম। সেখানে অল্প কিছু সময় কাটিয়েই নেমে এলাম।

সেদিনই বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম Camp-III । দুপুর থেকেই আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করল। ক্রমেই হাওয়ার দাপট বাড়তে লাগলো, সাথে পাল্লা দিয়ে তুষারপাত। তা চলল সারা রাত।

পরদিন সকালে প্রচণ্ড খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেই নামতে শুরু করলাম। সেদিন নেমে এলাম সোজা ABC।

আবহাওয়া আরও খারাপ হয়ে পড়লো। প্রচণ্ড তুষারপাত চলল একটানা। তার মধ্যেই আমরা ২৭ তারিখ নেমে এলাম বেস ক্যাম্পে।

চারপাশ পাছ-ছয় ফুট বরফে ঢেকে রয়েছে। পরদিন তার মধ্যেই আমরা নেমে এলাম লামাংলে।

২৯শে মে লামাংলে থেকে হেলিকপ্টারে প্রথমে এলাম ইয়াংলে খড়কা। সেদিনই পরে ইয়াংলে খড়কা থেকে হেলিকপ্টারে এলাম নুম।

ঐ দিনই নুম থেকে গাড়িতে সোজা টুমলিংটার।